জঙ্গলে এক উন্মাদিনী

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বাবুর বাগান

যে যেখানে পারে, সেইখানে থোয়
কেড়েকুড়ে আনে যা সে,
কিছু থাকে তার হাতের মুঠোয়,
কিছু ঝরে যায় ঘাসে।
যে সে রেখেছিল লোহার খাঁচায়,
হয়েছে পাখির দানা
কিছুটা মোরগে ঠুকরিয়ে খায়,
কিছু শালিখের ছানা।

সিঁদকাঠি হাতে গর্ত খুঁড়ছে
এই রাত্রে যে, তার
জানা নেই তারই পিছনে ঘুরছে
তিন জোড়া বাটপার।
যে সেখানে পারে, রাখে সেইখানে
কেড়ে-আনা টাকাকড়ি,

তাই দেখে হাসে বাবুর বাগানে
শ্বেতপাথরের পরি।

যেখানেই যাই

যেখানেই যাই, যে-বাড়িতে কড়া নাড়ি,
কেউই দেয় না সাড়া,
সব রাস্তাই ফাঁকা, সাত-তাড়াতাড়ি
ঘুমিয়ে পড়েছে পাড়া।

সেখানেই যাই, ঘুমিয়ে রয়েছে আজ
সবার কাছে ও দূরে,
অথচ আমার কড়া নাড়বারই কাজ
পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে।

হাসপাতালে—১

অষ্টপ্রহর কাছাকছি
ভনভনাচ্ছে হাজার মাছি,
তোর সেদিকে না-দিয়ে কান
সব সময়ে সিধে-সটান
দাঁড়িয়ে এখন থাকতে হবে।
তেমনভাবে দাঁড়িয়ে আমি থাকলুম কই।

পাল্লা যখন যে-দিক ঝোঁকে
সেইদিকে ব্যাঙ-লাফায় লোকে।
লাফাক গে, তুই শক্ত থাকিস

সব সময়ে মনে রাখিস
নিজের শপথ রাখতে হবে।
কিন্তু আমি সকল শপথ রাখলুম কই।

বর্ষা কাটছে, এখন আকাশ
বলছে, আসছে আশ্বিন মাস।
হিসেবপত্র ফেলে রেখে
ফিরছে সবাই বিদেশ থেকে–
এই ছবিটাই আঁকতে হবে।
কিন্তু আমি এমন ছবি আঁকলুম কই।